দুররে সামাদ রহমান মহিলা মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিল এবং

ব্রজেন্দ্র কুমার দাস

দৈনিক 'সিলেটের ডাক' (১৯-১২-২০০৭)-এ প্রকাশিত 'দুররে সামাদ মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিল' শীর্ষক খবরটিকে কোন অবস্থায়ই হালকাভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। এ খবরটি খুবই গুরুত্ব বহন করে এ কারণে যে, এ খবরটি দেশের বেসরকারি যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই এক অশনিসঙ্কেত বলে মনে না করার কোন যুক্তি নেই। দেশের বেসরকারি যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যত শক্তই হোক না কেন, খানিকটা হলেও ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবকের মনে দুশ্চিন্তার উদ্রেক হতে পারে। বিশেষ করে ছাত্রী অভিভাবকের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আর্থিকসহ নানা চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

খবরে প্রকাশ নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দুররে সামাদ মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সিলেট মহানগরীতে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা সিলেট নগরীতে প্রতিষ্ঠিত দুররে সামাদ মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে শিক্ষার পরিবেশের অনুপস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা দেখে নাকি কর্মকর্তারা বিস্মিত হন। তারা আরো বিস্মিত হন মেডিকেল কলেজে মাত্র ১৮ জন ছাত্রী দেখে। উল্লিখিত মেডিকেল কলেজটির এমন করুণ অবস্থা দেখে নাকি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মনের অবস্থা আরও করুণ হয়, বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং বিষয়টি তারা মন্ত্রণালয়ে অবহিত করেন। তবে এ বিষয়ে কর্মকর্তারা যতই বিস্মিত হোন না কেন, সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হতে হয় মধুকবির ওই কথা ভেবে 'এতোক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে'।

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, মন্ত্রণালয় দপ্তর-অধিদপ্তর, কর্মকর্তা-শীর্ষ কর্মকর্তারা এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? এতদিন পরে পরিদর্শনে আসার হেতু কী? নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কারা অনুমোদন দিল? যাদের অনুমোদনের ফলে দুররে সামাদ মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হলো তারা কি মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের বাইরের লোক? তারা কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের বর্তমানে বহাল তবিয়তে কর্মরত নেই? প্রায় একটি যুগ ধরে ওই মেডিকেল কলেজটির কার্যক্রম চালিয়ে গেলা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নাকে ডগায়, অথচ কারও নজরে পড়ল না। নিয়মনীতি উপেক্ষিত এতসব অবৈধ কর্মকাণ্ড, সেটা কী আরও অনেক অনেক বিস্ময়ের বিষয় নয়? এমনি নানা প্রশ্ন হয়তো করা যায় কিন্তু সঠিক উত্তর কি কভু আশা করা যায়? অভিজ্ঞতা তো কখনও বলে না। খবরটি পাঠ করে মনে হলো কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেই কোন চিন্তার কারণ নেই। অভিভাবকরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারেন। খুবই স্বাভাবিকভাবে কলেজে অধ্যয়নরত ১৮ জন ছাত্রীকে অন্যত্র স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তা ব্যক্তিগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, ভুক্তভোগী অভিভাবকদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন তাদের হার্টের বিট একটু হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে কি-না। অন্যত্র স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে খুবই সহজভাবে; কিন্তু অন্যত্র বলতে স্থানটি কোথায় তা কিন্তু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি। স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটাই বাকি, অভিভাবকদের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীনি হতে হবে কি-না তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই, ছাত্রীদের পড়াশোনার কোন ব্যাঘাত হবে কি না এবং স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বা নির্দেশটি সত্যিকার অর্থেই বাস্তবায়ন করা হবে কি-না সে ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে কিছুই বলা হয়নি। এমনি অবস্থায় অভিভাবকগণ আসলেই স্বস্তি পাবেন কি-না সে নিশ্চয়তা কে দেবে।

উল্লিখিত ১৮ ছাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে ক'জন আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল কে জানে। এদের মধ্যে অনেক হয়তো আছেন যারা অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে নিজের এবং মেয়ের ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে পূরণ করতে চেয়েছেন। বাবা-মা চেয়েছেন মেয়েকে ডাক্তার বানিয়ে মেয়ের আশা পূরণ করবেন কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি যদি পড়ে তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? অনেক অভিভাবক যে ঋণ-কর্জ করে টাকা জোগাড় করেননি তার নিশ্চয়তাই বা কে দেবে।

আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে করুণ অবস্থা বিরাজ করছে তা কে না জানে! মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন সময়ে যে লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে দুর্নীতির ব্যাপারটি আদালত পাড়া পর্যন্ত গড়িয়েছে এর নজির কি পৃথিবীর কোথাও মেলে? এমনি অবস্থার জন্যই তো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করে মানুষ বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাড়ি জমায়। এমনি অবস্থায় দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে যদি দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দেশের মানুষ যাবে কোথায়?

দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি হয়। এখানে তো এমনটি আশা করা যায় না।

নিয়মনীতি উপেক্ষা করে রেডক্রিসেন্ট দুররে সামাদ রহমান মহিলা মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে, এতে কারও কিছু বলার নেই। আইনের লোক আইনের কাজ করেছেন তা তো একটি প্রশংসনীয় ব্যাপার। কিন্তু যারা নিয়মনীতি উপেক্ষা করলো তাদের কী হবে? তাদের জন্য কি এ আইন প্রযোজ্য নয়? যারা নিয়মনীতি উপেক্ষা করলো তারা হয়তো বলবে রাজনৈতিক চাপের মুখে তারা এমন অবৈধ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। আরেক রাজনৈতিক চাপের মুখে হয়তো সেই অবৈধকে তারা আবার বৈধ করবে। তাহলে তারা কি রাজনৈতিক দলের কর্মচারী? প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নয়? অবৈধ কাজ না করলে কি তাদের চাকরি চলে যেত? যেত না। সাময়িক হয়তো একটি অসুবিধে হতো। ১৮ জন ছাত্রীর জীবনে তো অনিশ্চয়তার আঁধার নেমে আসতো না! অভিভাবকগণও আর্থিক বিপদের সম্মুখীন হতেন না। লাখ লাখ কোটি কোটি সরকারি অর্থেরও অপচয় হতো না।

যারা রাজনৈতিক চাপের কথা বলে তারা কি তাদের নিজের স্বার্থের কথা ভাবেনি? দুররে সামাদ রহমান মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিয়ে কি কোন না কোন প্রকারে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করেনি? আসলে রাজনৈতিক চাপ আমলাতান্ত্রিক চাপের মহামিলনেই মহাচাপের সৃষ্টি হয়। আর সেই চাপে পিষ্ট হয় হতভাগ্য জনগণ; দুররে সামাদ রহমান মেডিকেল কলেজের মতো সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী আর অসহায় অভিভাবকগণ। সেই যৌথ চাপ সৃষ্টিকারীদের বিচার হওয়া তো একান্ত জরুরি। ওদের বিচার না হলে দেশে প্রতিষ্ঠিত আরও অসংখ্য মেডিকেল কলেজ এবং অনেক জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এমন দুর্ভাগ্য আর দুঃখজনক ঘটনার ঘটনা ঘটতে পারে। যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে এক সর্বগ্রাসী অশনিসঙ্কেত। এর জঘন্য থাবা থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতেই হবে। রক্ষা করতে হবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন। তা না হলে দিনে দিনে হতাশায় নিমজ্জিত হবে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বিশ্ব দরবারে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে হবে অসম্ভব। ওদের শাস্তি হলে বিশ্বাস ফিরে আসবে দেশের অগণিত ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-জীবনে।

সব শেষে সদাশয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের কাছে বিনীত অনুরোধ অনুমোদন বাতিলকৃত্ব রেডক্রিসেন্ট দুররে সামাদ রহমান মহিলা মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত ১৮ জন ছাত্রীর শিক্ষাজীবনে যেন কোন কালো অধ্যায় নেমে না আসে। উল্লিখিত ১৮ জন ছাত্রীর অভিভাবকরাও যেন কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন না হন। দুশ্চিন্তা থেকে যেন মুক্তি পান।

(লেখক : যুক্তিযোদ্ধা, কবি, কলামিস্ট, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা)

সংবাদ
তারিখ 05-JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪